স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন –সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন -সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪	৪	--	--	৩	৪	১ বছর (৩৩.৩৩%)- ৩ বছর (১০৯%)	৩	৩.৩৯% সর্বনিম্ন- ১৬.০১% সর্বোচ্চ

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ০৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল	**মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ**
১	২	৩	৪	৫
১.	বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে **১১**টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।	৬৩১৯.৩৮	জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৪	-
২.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ১৫ টি 'সাইক্লোন সেল্টার টাইপ' বিওপি নির্মাণ।	১১৪৯.৫০	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৪	প্রকল্পটির বিওপিসমূহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত দূর্গম সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ঐ সব এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী পৌছানো বিলম্ব।
৩.	পটুয়াখালী কোষ্টগার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প।	৪৩৫৫.৯৮	অক্টোবর, ০৯ হতে জুন, ২০১৪	প্রকল্পের অনুকূলে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, ভবনসমুহের নকশা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রকল্প এলাকায় সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ও নির্মাণ শ্রমিক সংগ্রহের জটিলতা ইত্যাদি কারণে বিলম্ব।
৪.	সীমান্তে চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধিকরণ	২৪৭২.৭২	অক্টোবর,০৮ হতে জুন, ২০১৪	-

৩। **সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ রংপুর পাসপোর্ট অফিসের পিছন দিকে হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি ও ওয়েদার কোট ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া এবং বাথরুম ফিটিংশ এর কিছু কিছু আইটেম মানসম্মত না হওয়া।	৩.১ রংপুর, পাসপোর্ট অফিসের ফিনিশিং কাজে অর্থাৎ ভবনের দেয়ালের যে সকল স্থানে চুনা খসে গেছে বা পস্নাষ্টার উচু-নীচু হয়েছে তা ঠিক করে দেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে বাথরুমের ফিনিশিং ও ফিটিংস মান সম্পন্ন করতে হবে।
৩.২ বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের বাথরুমের বেসিনের উপরে স্থাপিত সেলফ নিম্নমানের হওয়া। ছাদে স্থাপিত পানির পাইপের এলবোতে জং ধরা দেখা গেছে। পাসপোর্ট ভবনের পিছনে হেয়ার ক্রাক থাকা। পাসপোর্ট ভবনের সামনে অবৈধ দোকান-পাট গড়ে উঠা।	৩.২ বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের বাথরুমের বেসিনের উপরে সাবান, ব্রাশ রাখার গস্নাস ও এ্যালুমিনিয়াম সেলফ এর তাক যথাযথ মানের স্থাপন করতে হবে। পাসপোর্ট ভবনের সামনে অবৈধভাবে গড়ে উঠা দোকান পাঠ উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩.৩ ভবনের পাশে অবস্থিত পিলারের মাঝখানের ফাকা জায়গা অত্যান্ত সরূ হওয়ায় সেখানে ময়লা জমা হওয়া এবং বৃষ্টির পানি ভরে ভবনের ক্ষতি হওয়া। ভবনে পাসপোর্ট ফরম জমা ও ডেলিভারী নিতে আসা জনসাধরনের তুলনায় ভবনের স্থাপিত লিফট অত্যান্ত ছোট আকারের হওয়া। ভবন নির্মাণের জন্য জমির পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ায় বাধ্য হয়ে সংকুচিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করা।	৩.৩ ঢাকা জেলার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের যে সকল স্থানে সরূ স্পেস রয়েছে সেখানে যাতে ময়লা জমে না থাকে সেজন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করার সুযোগ থাকলে তা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে ভবনের ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্য করে লিফট স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। যাতে জনসাধারন দূর্ভোগ ছাড়াই সেবা পেতে পারে।
৩.৪ বিওপি ভবনের পিছনে কিছু হেয়ারক্রাক পরিলক্ষিত হওয়া। বিওপির রান্নাঘরের ধোয়া ও গরম বাতাস/তাপ যথাযথভাবে নির্গত না হওয়ায় রান্না ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফের উনচিপ্রাং বিওপির ছাদের ঢাল ঠিক না হওয়ায় Rain Water Down Pipe এর দিকে পানি নির্গমন কম হওয়া।ফলে ছাদে পানি জমে থাকা।	৩.৪ ভবনের পিছনের দিকে যে হেয়ার ক্রাক রয়েছে তা বার্ষিক মেরামতের সময় ঠিক করতে হবে। বিওপির রান্না ঘরের রান্নার সময় গরম তাপ যাতে ভালভাবে নিগর্মন হয় সেজন্য ভবিষ্যতে আরও ভাল ডিজাইনে রান্না ঘর নির্মাণ করতে হবে। উমচিপ্রাং বিওপি ভবনের ছাদের ঢাল Rain Water Down Pipe এর দিকে ঢাল করে দিতে হবে।
৩.৫ দূর্গম পাহাড়ী/কাঁচারাস্তা/জনমানবহীন নীচু ও খোলা প্রান্তরে মাত্র ১ একর জমির উপর নির্মিত বিওপিতে বিজিবি সৈনিকদের বসবাসে অনীহা। রিমোট ও সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয়ের কারনে ঠিকাদারের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় না থাকা।	৩.৫ নীচু ও রাস্তাবিহীন সে সকল এলাকায় মালামাল পরিবহন ব্যয় বেশী ঐ সকল এলাকায় বিওপি নির্মাণের প্রাক্কলন ব্যয় যুক্তি সঙ্গত হারে বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
৩.৬ বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় রাস্তা ঘাট পাকা না থাকা। যার ফলে বিজিবির সীমান্ত রক্ষীদের টহল কাজের চলাচল অসুবিধা হচ্ছে।সরবরাহকৃত মটর সাইকেলগুলি কোন কোন সীমান্ত এলাকায় পাকা রাস্তা না থাকায় কাঁচা রাস্তা ও উচু-নীচু রাস্তায় চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়।	৩.৬ বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের বর্ডার এরিয়ার ন্যায় সীমান্ত রাস্তা পাকা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ন ও বিওপিতে সরবরাহকৃত মটর সাইকেলগুলি ভালভাবে চলাচলের জন্য সীমান্ত এলাকায় যে সকল রাস্তা পাকা করা যায়নি তা পাকা করা যেতে পারে।
৩.৭ পাচারকারীদের তুলনায় নারী শিশু পাচাররোধে বিজিবি সদস্যদের কৌশলগত প্রশিক্ষণ ও সামর্থের অভাব। স্থানীয় প্রভাবশালীদের চোরাচালন ও পাচার কাজে সম্পৃক্ততা থাকা।	৩.৭ নারী ও শিশু পাচাররোধে বিজিবি সদস্যদের আধুনিক কৌশলগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।স্থানীয় যে সকল প্রভাবশালী ও দূর্বৃত্তরা নারী ও শিশু পাচার, মাদক দ্রব্য পাচার ইত্যাদি অপরাধ কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় বিজিবি হেডকোয়ার্টার হতে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আইনের আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার শিথিলতা

	দেখানো যাবে না।
৩.৮ **পাম্প হাউজ যথাযথভাবে স্থাপিত হয়নি** ঃ পাম্প হাউজে যে দুটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে তা যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করা হয়নি। ফলে পাম্প হাউজ থেকে পানি পাওয়া যাচ্ছে তা পানের অযোগ্য। ৩.৯ **রিজার্ভার ট্যাংকের ঢালাই কাজ সঠিকভাবে না হওয়া** ঃ পাম্প হাউজে স্থাপিত পানির রিজার্ভার ট্যাংক ব্যবহার অনুপযোগী। ট্যাংকের ফ্লোর ত্রম্নটিপূর্ণ বিধায় ট্যাংকের তলদেশ হতে ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক পানি ট্যাংকে প্রবেশ করে। তাই ফ্লোর পুনরায় সিসি ঢালাই করা প্রয়োজন।	৩.৮ পটুয়াখালী কোষ্ট গার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০ অশ্বশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর একটি নলকূপ এবং প্রশাসনিক বস্নকের পাশে অবস্থিত ০৬ অশ্বশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু স্থাপিত গভীর নলকূপের পানি পানের যোগ্য নয়। তাই উক্ত নলকূপের স্থলে সুপেয় পানি প্রাপ্তির জন্য আরো বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন ১০৬৫ বর্গফুট গভীরতার দুটি নলকূপ জরম্নরী ভিত্তিতে পুনঃস্থাপন করতে হবে। ৩.৯ পাম্প হাউজের পানির রির্জাভার ট্যাংক ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। ভূগর্ভস্থ যে পানি রির্জারভারে প্রবেশ করে তা বন্ধ করার লক্ষ্যে জরম্নরী ভিত্তিতে ফ্লোর পুনরায় সিসি ঢালাই করতে হবে। পাম্প হাউজে উঠা-নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

সীমান্তে চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধিকরণ
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম ঃ সীমান্তে চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধিকরণ

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৪৮০.০০ ২৪৮০.০০ (-)	২৪৮০.০০ ২৪৮০.০০ (-)	২৪৭২.৭২ ২৪৭২.৭২ (-)	অক্টোবর,০৮ হতে জুন, ২০১১	অক্টোবর,০৮ হতে জুন, ২০১৪	অক্টোবর,০৮ হতে জুন, ২০১৪	-	৩ বছর (১০৯%)

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
01.	Honorarium TEC, PIC, PSC, NSC & Evaluation	6.00	LS	5.98	LS
02.	Fuel & Lubricant	109.50	LS	109.46	LS
03.	Repair & Maintenance	20.00	LS	19.98	LS
04.	Registration of Vehicle	43.00	432	41.73	432
05.	Web Site Development	2.00	1	2.00	1
06.	Telephone, Fax & Internet	1.00	Lot	0.37	Lot
07.	Advertisement & Publicity	5.00	LS	4.85	LS
08.	Office Stationary	4.00	Lot	3.99	Lot
09.	Training Prog (Workshop)	56.00	292	55.82	292
10.	Bill Board	1.00	2	-	-
11.	Transport Vehicle	1613.93	432	1613.93	432
12.	Electrical Equipment	37.29	10	37.24	10
13.	GPS	43.44	165	43.44	165

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
14.	Training Equipment & Materials	32.82	LS	28.98	LS
15.	Laptop & Desktop Computer with accessories	39.91	46	39.90	46
16.	Office Equipment	15.58	LS	15.58	LS
17.	Binocular	130.00	50	130.00	50
18.	Furniture for PIU	12.00	LS	11.94	LS
19.	Pre Fabricated (20 Person) Accommodation Facilities	230.02	10	230.02	10
20.	Pre Fabricated Abluation Facilities (03 Person)	77.51	10	77.51	10
	Total =	**2480.00**	**-**	**2472.72**	

৬। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ <u>প্রকল্পের পটভূমি</u> ঃ

দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়োজিত বিজিবি অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং অস্ত্র গোলাবারুদসহ ন্যূনতম সহায়ক যন্ত্রপাতির সীমিত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও সুকঠিন দায়িত্ব নিরলসভাবে পরিপালন করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং আমাদের জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে এই বাহিনীর দক্ষতা, সক্ষমতা এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যুগপোযোগী সহায়ক যন্ত্রপাতি, যানবাহন, হাতিয়ারসহ উন্নততর প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সীমান্ত অপরাধ দমন এবং সাধারণ চোরাচালান প্রতিরোধে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বিজিবি। কিন্তু মাদকদ্রব্যসহ নারী ও শিশু পাচার একটি ভিন্ন মাত্রার সীমান্ত অপরাধ। ঘৃণ্য এই অপরাধের সাথে সংশিস্নষ্ট অপরাধীরা প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত অপরাধ দমনের সাধারণ কর্মকৌশল দিয়ে এই অপরাধ পুরোপুরি দমন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা এবং সুনির্দিষ্ট সক্ষমতার। বর্তমান বিজিবি এর প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিজিবি এর কার্যক্ষমতাকে অধিকতর সাবলীল এবং শক্তিশালী করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৭.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</u> ঃ

* পরিবহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিজিব-এর বিদ্যমান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
* নারী ও শিশু পাচার রোধকল্পে বিজিবি'র সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং
* নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭.৩ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা</u>** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "সীমান্তে চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৫/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়।

৭.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ রাইফেলস্ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্বায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরম্ন	পর্যন্ত	
০১.	লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আয়ুব চৌধুরী, পিএসসি	২০-০৮-২০০৯	২৩-১০-২০১২	খন্ডকালীন
০২.	লেঃ কর্ণেল এস এম অলিউর রহমান	২১-১১-২০১২	৩১-১০-২০১৩	খন্ডকালীন
০৩.	লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ হোসাইন	০২-১২-২০১৩	বর্তমান	খন্ডকালীন

৮। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ ও তার বাস্ত্মবায়ন ঃ

৮.১ **যানবাহন** ঃ যানবাহন খাতে জীপ-৪টি, পিক-আপ-২২টি, স্পেশাল মাইক্রোবাস-৬টি, এবং মটর সাইকেল বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৬১৩.৯৩ লক্ষ টাকা উহার বিপরীতে পুরোটাকাই ব্যয় হয়েছে।

৮.২ **প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ঃ** প্রি-ফ্রাব্রিকেটেড খাতে বরাদ্দ ছিল ২৩০.০২ লক্ষ টাকা এখাতে পুরো টাকাই খরচ করা হয়েছে।

৮.৩ **ফুয়েল, ওয়েল এবং লুব্রিকেন্ট** ঃ ফুয়েল লুব্রিকেন্ট খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০৯.৫০ লক্ষ টাকা উহার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৯.৪৬ লক্ষ টাকা।

৮.৪ **গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন** ঃ গাড়ী রেজিষ্টেশন খাতে প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ ছিল ৪৩.০০ লক্ষ টাকা এ খাতে খরচ হয়েছে ৪১.৭৩ লক্ষ টাকা।

৮.৫ **বাইনোকুলার** ঃ বাইনোকুলার খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩০.০০ লক্ষ টাকা উহার বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৯। প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

গত ২৬/৩/২০১৫ ও ২৭/৩/২০১৫ এবং ১৮/৪/২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সংশিস্নষ্ট পরিচালক (যুব) কর্তৃক "সামান্তে্ম চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্ত্মবায়ন কাজ সরেজমিনে দিনাজপুর, রংপুর, যশোর জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবির পরিচালক (ইএমই) লেঃ কর্ণেল জনাব মোহাম্মদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

৯.১ দিনাজপুর জেলা ঃ

গত ২৬/৩/২০১৫ তারিখে দিনাজপুর জেলায় বিজিবির প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মোটর গাড়ী (জীপ), মটর সাইকেল, নাইট ভিশন বাইনোকুলার, জিপিএস ফটো কপিয়ার মেশিন ইত্যাদি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জীপ গাড়ী চলমান অবস্থায় দেখা যায়। পরিদর্শনকালে প্রায় ২০টি মটর সাইকেল দেখা যায়। দু'একটি মটর সাইকেল এর একটি পার্টস লুজ অবস্থায় দেখা যায়। এ বিষয়ে বিওপির কমান্ডারগণ জানান যে, এখনও অনেক সীমান্ত্ম এলাকায় পাকা রাস্ত্মা না থাকায় কাঁচা উচু-নীচু ভাঙ্গা রাস্ত্মায় মটর সাইকেলে টহল কার্যক্রম চালু রাখতে হয়। ফলে এসকল রাস্ত্মায় মটর সাইকেল চালালে প্রায়ই বিভিন্ন পার্টস লুজ হয়।

নাইটভিশন ক্যামেরা ঃ

পরিদর্শনকালে আমেরিকায় নির্মিত একটি নাইট ভিশন বাইনোকুলার দেখা হয়। নাইটভিশন বাইনোকুলার কিভাবে অপারেট করা হয় জানতে চাইলে ব্যাটালিয়ন ও বিওপির উপস্থিত কমান্ডার জানান যে, সাধারনত সীমান্তে্ম কোন বড় ধরনের অপারেশন এর বেলায় নাইট ভিশন বাইনোকুলার ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষিত নাইট ভিশন বাইনোকুলার অপারেটরকে তখন অপারেশনের জন্য নির্বাচিত এলাকায় ডাকা হয় এবং উক্ত ক্যামেরা তখন পরিচালনা করা হয় বলে প্রকল্প সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা পরিদর্শনকারীকে জানান।

জিপিএস ঃ

দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন এলাকায় জিপিএস ব্যবহার করা হয়। পরিদর্শনকালে জিপিএসগুলিকে চালু অবস্থায় দেখা যায়।

ফটোকপি মেশিনঃ

প্রকল্পের ক্রয়কৃত ফটোকপি মেশিন অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এ সকল যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি সরবরাহ করার ফলে বিজিবির কার্যক্রম গতিশীল ও শক্তিশালী হয়েছে বলে ব্যাটালিয়নের সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তারা পরিদর্শনকারীকে অবহিত করেছেন। নারী ও শিশু পাচারের বিষয়ে তারা জানান যে, তারা বাংলাদেশ থেকে ওপারে যাওয়ার সময় এবং ভারত হতে বাংলাদেশ আসার সময় বেশ কয়েকজন নারী ও শিশুকে আটক করেন। তারা এসকল নারী শিশুকে যথাযথ কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে তাদের নিকটস্থ থানায় হস্ত্মান্ত্মর করেন। যে সকল নারী ও শিশুকে তারা থানায় সোপর্দ/ হস্ত্মান্ত্মর করেন কেবল তাদের তথ্য তারা সংরক্ষণ করে বলে জানান। তবে আটককৃত সকল নারী শিশুর তথ্যাদি বিস্ত্মারিতভাবে তাদের কাছে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।



প্রকল্পের মটর সাইকেল



প্রকল্পের বাইনোকুলার



প্রকল্পের ক্রয়কৃত জিপিএস

৯.২ **রংপুর জেলা ঃ**

গত ২৭/৩/২০১৫ তারিখে রংপুর জেলায় বিজিবি প্রকল্পের আওতায় বাস্ত্মবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পরিচালক (ইএমই) উপস্থিত ছিলেন। রংপুর ব্যাটালিয়ন এ একটি জীপ গাড়ী পরিদর্শনকালে দেখা যায়। উক্ত গাড়ীটি ভাল অবস্থায় দেখা যায়। গাড়ীটি যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া রংপুর ব্যাটালিয়নে মটর সাইকেল, নাইট ভিশন বাইনোকুলার, ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দ্রব্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিওপিতে অপারেশনকালে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিওপিতে ব্যবহৃত কয়েকটি মটর সাইকেল পরিদর্শন করা হয়। মটর সাইকেল গুলি ভাল অবস্থায় দেখা যায়। রংপুর ব্যাটালিয়নে ফেব্রিকেটড ঘর পরিদর্শন করা হয়। বিজিবির অফিসিয়াল কার্যক্রম, সদস্য রিক্রুটিং ও প্রশিক্ষণ কালে সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ফেব্রিকটড ঘর ভাল অবস্থায় দেখা যায়।



প্রকল্পের গাড়ী



প্রকল্পের ফেব্রিকেটড ঘর



প্রকল্পের ফেব্রিকেটড ঘর

৯.৩ **যশোর জেলা ঃ**

গত ১৬/৪/২০১৫ তারিখে যশোর জেলায় বেনাপোল বিওপি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রায় ৩০টি মটর সাইকেল দেখা যায়। মটর সাইকেলগুলি চালু অবস্থায় দেখা যায়। উক্ত বিওপি ছাড়াও আশে পাশের বিওপিতে ব্যবহৃত মটর সাইকেলগুলি চালু অবস্থায় দেখা যায়। উক্ত বিওপির ব্যাটালিয়ন কমান্ডার জানান যে এ এলাকায় দিয়ে প্রায়শই পাসপোর্ট ছাড়া বহু নারী শিশুকে আটকপূর্বক তাদেরকে নিকটস্থ থানায় হস্ত্মান্ত্মর করা

হয়েছে। তবে এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে স্থানীয় জনসাধারন জানান। পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট আসছে বলে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান যে অপরাধের ধরন দিন দিনই পরিবর্তন হচ্ছে। পাচারকারীরা কৌশল পাল্টাচ্ছে। তবে বিজিবি সদস্যদের কৌশলগত ট্রেনিং দেয়া হলে তারা আরও নারী শিশু পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে জানান। তারা আরও জানান যে বাংলাদেশ হতে কতিপয় মহিলা ভারতে যাওয়ার সময় ধরা পড়লে তারা জানান যে, তারা চাকুরী, ব্যবসা, ও সিজনাল কাজ করার জন্য যাচ্ছেন। দালালদের মাধ্যমে যাচ্ছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান যে না তারা নিজেরাই আত্মীয় স্বজনদের কাছে কাজের সুযোগ আছে জেনেই এভাবে যাচ্ছেন। তবে স্থানীয় কয়েক বৃক্তি জানান যে, কতিপয় নারী কলিকাতাসহ ভারতে বিভিন্ন হোটেলে কাজের জন্য যাচ্ছেন আবার কেউ কেউ চোরা চালানী, দেহ ব্যবসা ইত্যাদি কারনেও যাচ্ছে। বিজিবির টহল আরো বৃদ্ধির জন্য নতুন রাস্ত্মা নির্মাণ, কৌশলগত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে প্রশিক্ষণপূর্বক টহল বদ্ধি করা হলে নারী শিশু পাচার অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হবে। বর্ডার এরিয়ায় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী স্থানীয় ও দলীয় সংগঠনের প্রভাব খাটিয়ে নারী শিশু পাচারসহ চোরা চালানে জড়িত আছে। তাদেরকে এসব অপরাধ হতে প্রতিরোধ করতে হলে সরকারের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের হস্ত্মক্ষেপ প্রয়োজন। স্থানীয় লোকজন জানান যে নারী শিশু পাচার রোধে বিজিবি সদস্যদের যেমন প্রশিক্ষণ দরকার তেমনি ইলেকট্রিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ও জনপ্রতিনিধিদের পাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারনা দরকার। যা নারী শিশু পাচারসহ চোরাচালান প্রতিরোধ করতে পারবে।



প্রকল্পের মটর সাইকেল



প্রকল্পের মটর সাইকেল

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
পরিবহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিজিব-এর বিদ্যমান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	জিপিএস, গাড়ী বাইনোকুলার মটর সাইকেল, ফেব্রিকেটেড ঘর ও ফটোকপিয়ার সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে বিজিবির সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
নারী ও শিশু পাচার রোধকল্পে বিজিবি'র সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং	নারী ও শিশু পাচার রোধকল্পে বিজিবি'র সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।	নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১১। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১২। <u>সমস্যা</u> ঃ

১২.১ বাংলাদেশের সীমান্ত্ম এলাকায় রাস্ত্মা ঘাট পাকা না থাকা। যার ফলে বিজিবির সীমান্ত্ম রক্ষীদের টহল কাজের চলাচল অসুবিধা হচ্ছে।

১২.২ সরবরাহকৃত মটর সাইকেলগুলি কোন কোন সীমান্ত্ম এলাকায় পাকা রাস্ত্মা না থাকায় কাঁচা রাস্ত্মা ও উচু-নীচু রাস্ত্মায় চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১২.৩ পাচারকারীদের তুলনায় নারী শিশু পাচাররোধে বিজিবি সদস্যদের কৌশলগত প্রশিক্ষণ ও সামর্থের অভাব।

১২.৪ স্থানীয় প্রভাবশালীদের চোরাচালন ও পাচার কাজে সম্পৃক্ততা থাকা।

১২.৫ ইলেকট্রিক, প্রিন্ট মিডিয়া স্থানীয় জন প্রতিনিধি কর্তৃক পজেটিভ প্রচারনা না থাকা।

১২.৬ পাচারকারী কর্তৃক বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারতের হোটেলে, দোকান পাট ও সিজনাল কাজে নিয়োজিত করার কথা বলে নারী শিশু পাচারে ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন রকম অসামাজিক ব্যবসায়ে জোড়পূর্বক লিপ্ত করা।

১২.৭ বিজিবির অর্থাৎ ব্যাটালিয়ন বিওপি ও হেডকোয়ার্টারে নারী শিশু পাচারের সফটওয়ার ভিত্তিক বা ডাটাভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটারসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকা।

১৩। <u>সুপারিশ/মতামত</u> ঃ

১৩.০ বাংলাদেশের সীমান্তে্ম ভারতের বর্ডার এরিয়ার ন্যায় সীমান্ত্ম রাস্ত্মা পাকা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.০ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ন ও বিওপিতে সরবরাহকৃত মটর সাইকেলগুলি ভালভাবে চলাচলের জন্য সীমান্ত্ম এলাকায় যে সকল রাস্ত্মা পাকা করা যায়নি তা পাকা করা যেতে পারে।

১৫.০ নারী ও শিশু পাচাররোধে বিজিবি সদস্যদের আধুনিক কৌশলগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬.০ স্থানীয় যে সকল প্রভাবশালী ও দূর্বৃত্তরা নারী ও শিশু পাচার, মাদক দ্রব্য পাচার ইত্যাদি অপরাধ কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিরন্নদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় বিজিবি হেডকোয়ার্টার হতে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আইনের আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার শিথিলতা দেখানো যাবে না।

১৭.০ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়াকে পজেটিভ ভূমিকা পালনের জন্য যথাযথ রিপোর্ট পদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৮.০ বিদেশে বিশেষ করে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে চাকুরী দেয়া, বাসাবাড়ীতে কাজ দেয়া, হোটেলে কাজ দেয়ার নামে বিভিন্ন অপরাধমূলক ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত করার বিষয়ে জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৯.০ বিজিবির হেডকোয়ার্টার, ব্যাটালিয়ন ও বিওপিতে নারী ও শিশু পাচার, মাদক পাচার ইত্যাদির বিরন্নদ্ধে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে তার ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। সে জন্য কম্পিউটারসহ প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০.০ প্রয়োজনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে ব্যবহৃত গাড়ী যথানিয়মে প্রকল্প সমাপ্ত শেষে সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে এবং ল্যাপটপ ও জিপিএস নিজ নিজ সংস্থা/দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। বাস্ত্মবতার আলোকে সীমান্ত্ম চোরাচালান ও নারী শিশু পাচার বন্ধে এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ১৫ টি 'সাইক্লোন সেল্টার টাইপ' বিওপি নির্মাণ
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম ঃ **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ১৫ টি 'সাইক্লোন সেল্টার টাইপ' বিওপি নির্মাণ।**

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।**

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ**

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১১৪৯.৫০ ১১৪৯.৫০ -	১২৬৩.০০ ১২৬৩.০০ -	১১৪৯.৫০ ১১৪৯.৫০ -	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৪	১১৩.৫০ (৮.৯৮%)	১২ মাস (৫০%)

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	Preparation of DPP, Printing, Tender & Purchase of Stationary	1.00	-	1.00	-
2.	Honorarium of TEC, PIC, Appointment Committee	1.00	-	1.00	-
3.	Consultancy fee of Construction	15.00	-	15.00	-
4.	Construction of 15 nos Cyclone Shelter type BOP's in Border Area of Border Guard Bangladesh.	1216.00	15	1050.00	15
5.	Furniture (BOP)	30.00	15	30.00	15
6.	Physical Contingency (2%)	-	-	21.00	-
7.	Price Contingency (4%)	-	-	31.50	-
	Total =	**1263.00**		**1149.50**	

৬। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৬.১ পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মানব পাচার প্রতিরোধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রয়েছে। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বারা তিন দিক থেকে পরিবেষ্টিত। সীমান্ত এলাকায় অবৈধ ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশ অধিক মাত্রায় রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া তারা অবৈধ নারী ও শিশু পাচার এবং মাদক চোরাচালানের মত ভয়াবহ সমস্যা মোকাবেলা করছে। কিছু সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবির সদস্যরা অমানবিকভাবে দিনাতিপাত করছে। তাদের বসবাসের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তেমন কোন স্থাপনা না থাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিছু বিওপি স্থাপনের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ বিওপির জন্য বিদ্যমান স্থাপনা আধাপাকা হওয়ায় অস্ত্র গোলাবারুদ ও সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে। অথচ তারা পরিবেশ ও মান সম্মত বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রাখে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবিদের স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণের জন্য নেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এসব বিওপি নির্মিত হলে সীমান্তে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধিসহ সীমান্ত রক্ষায় তাদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের সাইক্লোন প্রবন এলাকায় কর্মরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ রাইফেলস এর সদস্যদের অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন সুবিধা প্রদান করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ১১৪৯.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৮-০৬-২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবতীতে ১২৬৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে মার্চ, ২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি সংশোধিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ আরও তিনমাস বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৬.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরূ	পর্যন্ত	
০১	লেঃ কর্ণেল মোঃ সিরাজুল হক	১০-০৭-২০১১	০২-০৬-২০১৩	খন্ড কালীন
০২	লেঃ কর্ণেল মোঃ ওয়াদুল হক	০৩-০৬-২০১৩	২২-০২-২০১৪	খন্ড কালীন
০৩	কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম	২৩-০২-২০১৪	বর্তমান	খন্ড কালীন

৭। প্রকল্পের আওতায় গৃহিত কার্যক্রম ও তার বাস্তবায়ন ঃ

পরিদর্শন বিবরণ ঃ প্রকল্পের অধীনে ১৫টি বিওপি নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৪টি বিওপি পরিদর্শন করা হয়েছে ঃ

৭.১ সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার কালিগঞ্জ বিওপি নির্মাণ ঃ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বাস্তবায়নাধীন "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সীমান্ত এলাকায় ১৫ টি 'সাইক্লোন সেল্টার টাইপ বিওপি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়নকাজ গত ১৮/০৪/২০১৫ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পরিচালক (পূর্ত) উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে নির্মিত ভবনটির বীম, কলাম, ফ্লোর ইত্যাদির কাজ সন্তোষজনক দেখা যায়। ভবনের পিছনে কিছু হেয়ার

ক্রাক দেখা যায়। ছাদের দু'একজায়গায় উচু-নীচু অবস্থা দেখা যায়। এছাড়া নির্মিত পাকঘরের ভিতরে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে সেজন্য পাকঘরের ডিজাইন আরও খোলা মেলায় রাখার জন্য সংশিস্নষ্ট বাবুর্চি তার অভিমত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সৈনিকরা জানান যে ভবনের সৈনিক ব্যারাক আরও বড় হলে তাদের বসবাসে সুবিধা হত।



সাতড়ীরা কালিগঞ্জ সাইক্লোন সেল্টার টাইপ বিওপি

৭.২ কানাইঘাট/আটগ্রাম বিওপি সিলেট ঃ

সিলেট জেলায় গত ২১/৫/২০১৫ তারিখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নির্মিত বিওপি ভবনের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবি'র অতিরিক্ত পরিচালক (পূর্ত) উপস্থিত ছিলেন। বিওপিটি উক্ত উপজেলার সীমান্তবর্তী খরস্রোতা নদীর অপর পারে বর্ডার সংলগ্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়। উক্ত বিওপিতে যেতে ১ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা হেটে অতিক্রম করতে হয়। বিওপি ভবনের কলাম, বীম ও ফাউন্ডেশনের কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়। ফ্লোর ও ছাদের ফিনিশিং কাজ সন্তোষজনক। তবে ভবনের বীমের নীচের অংশে কিছু কিছু স্থানে ছোট ফাটল/হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়। পস্নাষ্টার করা ও ইট গাথুনীর সময় যথাযথভাবে কিউরিং না করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। এ বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক (পূর্ত) জানান যে সীমান্তের একবারে রিমোট এলাকায় কোন ভাল ঠিকাদার কাজ করতে আগ্রহী হননা। ফলে যারা ঠিকাদার নিয়োগ হয় তারা নির্মাণ কাজের মালামাল যেমন- রড, সিমেন্ট, বালু, ইট, কাঠ, বাথরম্নমের ফিটিংস, জানালার সীট/গস্নাস ইত্যাদি নদী পারাপারের মাধ্যমে নির্মাণস্থলে আনার পর খরচ বেশী পরায় পুরোপুরি কাজের মান রক্ষা করে নির্মাণ কাজ করতে চায়না। যদি সীমান্তের যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনা করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তভাবে বৃদ্ধি করে অনুমোদন করে তাহলে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হবে।



সিলেট কানাইঘাট আটগ্রাম সাইক্লোন সেল্টার টাইপ বিওপি



সিলেট বিওপি দেয়ালের হেয়ার ক্রাক

৭.৩ কক্সবাজার জেলার (টেকনাফ উপজেলা)ঃ

গত ১২/৮/২০১৫ তারিখে কক্সবাজার জেলার উনচিপ্রাং বিওপি'র নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবি হেডকোয়ার্টারের পরিচালক পূর্ত এবং ৪২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডার (সিও) উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ভবনের বীম, কলাম এর নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক। তবে ছাদের ঢাল Rain Water Down Pipe এর দিকে নিম্নমুখী না হওয়ায় কিছু কিছু স্থানে পানি জমে থাকে। এছাড়া ফ্লোরের মাঝে মাঝে কিছু অংশ উচু-নীচু পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে সংশিস্নষ্ট প্রকৌশলী জানান যে বিওপির নির্মাণ স্থানটি প্রায় জনমানবশূন্য খোলা জায়গায় অবস্থিত। বিওপিতে আসা-যাওয়া অর্থাৎ যাতায়াতের রাস্তাটি কাঁচা তাই ঠিকাদার এ ধরনের দূর্গম এলাকায় কাজ ভালভাবে ও নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে

গড়িমসি করে। বিজিবি হেডকোয়ার্টারের পরিচালক (পূর্ত) জানান যে, খোলা প্রান্তর ও জনমানবহীন নির্ধারিত ১একর জায়গায় বিওপি নির্মাণ করায় বিজিবি সৈনিকগণ বসবাস করতেও অনীহা প্রকাশ করে। তাই এ ধরনের নীচু জনমানবহীন জায়গায় ১ একরের পরিবর্তে ২/৩ একর জায়গা বরাদ্দ দেয়া হলে সৈনিকগণ গাছের চারা রোপন করে ঝড়, জ্বলোচ্ছাস বন্যাসহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে যেমন নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে তেমনি ছোট পুকুর কেটে মাছ/হাস চাষ করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি ও ফলমুলের গাছ লাগিয়ে নিজেরাই দৈনিন্দিন খাবার জোগাড় করতে পারবে এবং দূরবর্তী স্থানে বাজারে গিয়ে তাদের যে সময় ব্যয় হয় তার থেকে রক্ষা পাবে। তাই এ ধরনের দূর্গম/পাহাড়ী ও সাগরের কাছাকাছি জনমানবহীন নীচু এলাকায় বিওপি নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে।



কক্সবাজার উনচিপ্রাং বিওপির ফ্লোরের পস্নাষ্টার উঠে যাওয়া



কক্সবাজার উনচিপ্রাং বিওপির গার্ড সেড

৭.৪ **কক্সবাজার জেলার (টেকনাফ উপজেলা) ল্যাদা বিওপি ভবনঃ**

গত ১২/৮/২০১৫ তারিখে কক্সবাজার জেলার ল্যাদা বিওপি'র নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবি হেডকোয়ার্টারের পরিচালক (পূর্ত) এবং ৪২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডার (সিও) উপস্থিত ছিলেন। ল্যাদা বিওপির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক দেখা যায়। ছাদের উপরে গাছের পাতা পরে থাকতে দেখা যায় এবং Rain Water Down Pipe এর নেট অন্যত্র পরে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া জানালার গ্রীলের লোহার উপর বৃষ্টির পানি পরে দেয়ালের চুনা বা ওয়েদার কোট বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখা যায়। তাই জানালার গ্রীল এমনভাবে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানিতে গ্রীল ভিজে না যায় এবং জং ধরা পানি দেয়ালের চুনা বা রং নষ্ট না করে। এ বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও পিডবিস্নউডির সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে ডিজাইন তৈরির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সে অনুযায়ী জানালার গ্রীল নির্মাণ করা হলে ভবিষ্যতে দেয়ালের ওয়াদার কোট নষ্ট হওয়া থেকে রড়্গা পাওয়া যাবে।



কক্সবাজার ল্যাদা বিওপি

৭.৫ বিজিবি'র মাদক বিরোধী অভিযান বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিককালে মায়ানমার ও কক্সবাজার সীমান্তের দূর্গম অঞ্চলে সন্ত্রাসী বিভিন্ন সংগঠনের তৎপরতা বৃদ্ধি এবং মাদক চোরাচালানের নতুন নতুন রম্নট তৈরি হচ্ছে। ঐ সকল এলাকা অত্যন্ত উঁচু পাহাড় ঘেরা এবং গভীর জঙ্গল রয়েছে বলে বিজিবি ৪২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার পরিদর্শনকালে নিম্নস্বাড়্গরকারীকে জানিয়েছেন। তাই ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে রিমোট ও গভীর জঙ্গল সংলগ্ন স্থানগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিমান বিওপি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে মাদক সন্ত্রাস ও বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বর্তমানে যে সকল জায়গায় সড়ক পথে ভ্রমণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয় সেখানে যাতায়াত ও বিওপি নির্মাণের লড়্গ্যে বিজিবি কর্তৃক ১টি হেলিকপ্টার ক্রয় করা প্রয়োজন বলে তারা জানিয়েছেন। এছাড়া সমুদ্র পথে ইয়াবা পরিবহন প্রতিরোধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অন্তত ২টি গানশীপ ক্রয় করা প্রয়োজন বলে বিজিবির পরিচালক (পূর্ত) জানিয়েছেন। উক্ত জাহাজ/গানশীপ ক্রয় করা হলে কোষ্ট গার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে বিজিবি মাদক বিরোধী অপারেশন/অভিযান কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারবে মর্মে কমান্ডিং অফিসার মত প্রকাশ করেন।

৭.৬ উলেস্নখ্য যে বিজিবি হেড কোয়ার্টার হতে প্রকল্পের পিসিআর ১১ মাস পূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে তা ১১ মাস পর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। কি কারনে মন্ত্রণালয় থেকে এত বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে তার কারন আইএমইডিকে অবহিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে। কারন বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের ফলে সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিলম্ব হয়।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বাংলাদেশের সাইক্লোন প্রবন এলাকায় কর্মরত বাংলাদেশ রাইফেলস এর সদস্যদের অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন সুবিধা প্রদান করা।	বাংলাদেশের সাইক্লোন প্রবন এলাকায় কর্মরত বাংলাদেশ রাইফেলস এর বর্তমানে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) সদস্যদের অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৯। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

১০। <u>সমস্যা</u> ঃ

<u>কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা</u> ঃ

১০.১ বিওপি ভবনের পিছনে কিছু হেয়ারক্রাক পরিলক্ষিত হওয়া।

১০.২ বিওপির রান্নাঘরের ধোয়া ও গরম বাতাস/তাপ যথাযথভাবে নির্গত না হওয়ায় রান্না ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

<u>কানাইঘাট, সিলেট</u> ঃ

১০.৩ সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার বিওপির কিউরিং কাজে অবহেলায় ফাটলের সৃষ্টি হওয়া।

১০.৪ বিওপির অবস্থান সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় কাঁচা রাস্তা অতিক্রম এবং যাতায়াতে নদী পারাপারের কারনে পরিবহন খরচ বেশী হওয়ায় নির্মাণ কাজের মান বজায় রাখতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়া।

<u>উনচিপ্রাং টেকনাফ, কক্সবাজার</u> ঃ

১০.৫ কক্সবাজার জেলার টেকনাফের উনচিপ্রাং বিওপির ছাদের ঢাল ঠিক না হওয়ায় Rain Water Down Pipe এর দিকে পানি নির্গমন কম হওয়া।ফলে ছাদে পানি জমে থাকা।

১০.৬ দূর্গম পাহাড়ী/কাঁচারাস্তা/জনমানবহীন নীচু ও খোলা প্রান্তরে মাত্র ১ একর জমির উপর নির্মিত বিওপিতে বিজিবি সৈনিকদের বসবাসে অনীহা।

১০.৭ রিমোট ও সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয়ের কারনে ঠিকাদারের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় না থাকা।

<u>ল্যাদা, কক্সবাজার</u> ঃ

১০.৮ Rain Water Down Pipe এর মুখের নেট ঠিকমত না লাগায় ময়লা আবর্জনা পাইপের মুখে পানি জমে থাকা।

১০.৯ জানালার গ্রীলে পানি পরে জং ধরা ও দেয়ালের রং বিকৃত হয়ে যাওয়া।

১১। **সুপারিশ/মতামত** ঃ

(ক) বিওপি ভিত্তিক

কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ঃ

১১.১ ভবনের পিছনের দিকে যে হেয়ার ক্রাক রয়েছে তা বার্ষিক মেরামতের সময় ঠিক করতে হবে।

১১.২ বিওপির রান্না ঘরের রান্নার সময় গরম তাপ যাতে ভালভাবে নিগর্মন হয় সেজন্য ভবিষ্যতে আরও ভাল ডিজাইনে রান্না ঘর নির্মাণ করতে হবে।

কানাইঘাট,সিলেট ঃ

১১.৩ বিওপির বীমের নীচে যে সকল ছোট-খাটো ফাটলের বা হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে মেরামতের সময় তা ভালভাবে ঠিক করতে হবে।

উনচিপ্রাং টেকনাফ, কক্সবাজার ঃ

১১.৪ উমচিপ্রাং বিওপি ভবনের ছাদের ঢাল Rain Water Down Pipe এর দিকে ঢাল করে দিতে হবে।

১১.৫ নীচু ও রাস্ত্মাবিহীন সে সকল এলাকায় মালামাল পরিবহন ব্যয় বেশী ঐ সকল এলাকায় বিওপি নির্মাণের প্রাক্কলন ব্যয় যুক্তি সঙ্গত হারে বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

ল্যাদা, কক্সবাজার ঃ

১১.৬ টেকনাফের ল্যাদা বিওপি'র Rain Water Down Pipe এর মুখে লোহার নেট লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে ময়লা-আবর্জনা পাইপের ভিতরে ঢুকে পানি নিগর্মন বন্ধ না হয়।

১১.৭ গ্রীলে নিয়মিত রং করতে হবে যাতে জং পড়ে গ্রীলের গুণগত মান নষ্ট না হয়।

(খ) সাধারণ মতামত ঃ

১১.৮ কক্সবাজার ও মায়ানমার সীমান্তের দূর্গম স্থানে যেখানে যাতায়াত কষ্টসাধ্য এবং পর্যাপ্ত বিওপি নেই সেসকল স্থানের নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে আরও বিওপি নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

১১.৯ বর্তমানে মায়ানমার সীমান্তে অব্যাহত সন্ত্রাসী তৎপরতা, ইয়াবাসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাচালান বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উহা প্রতিরোধে বিজিপি কর্তৃক একটি হেলিকপ্টার ও ২টি গানশীপ ক্রয়ের প্রস্ত্মাব সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে।

১১.১০ যে সকল বিওপি জনমানবশুন্য ও অত্যন্ত রিমোট এবং নীচু এলাকায় অবস্থিত, যেখানে চলাচলের ভাল কাঁচা রাস্ত্মাও নেই সেখানে বিওপি স্থাপনের জন্য ০১ একর জমির পরিবর্তে একটু খোলামেলা রাখার জন্য ২/৩ একর জমি বরাদ্দের বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে। যাতে বিওপি সদস্যগণ গাছ রোপন, পুকুর কেটে মাছ ও হাস চাষ এবং ফলমুলের গাছ রোপন করতে পারে। এর ফলে বিওপির নিজস্ব আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

১১.১১ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণে মন্ত্রণালয় সচেষ্ট হবেন।

বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম ঃ বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৪। প্রকল্প এলাকা ঃ ঢাকা, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৪৪৩.৮৩ ৫৪৪৩.৮৩ (-)	৬৬৪৪.৩১ ৬৬৪৪.৩১ (-)	৬৩১৯.৩৮ ৬৩১৯.৩৮ (-)	জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৩	জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৪	জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৪	৩২৪.৯৩ (১৬.০১%)	১ বছর (৩৩.৩৩%)

৬। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ	৩৪৮৩.৬৯	১৩২৯১.৯৯	৩৪২৫.৫০	১৩২৯১.৯৯
২.	জেনারেটর রুম নির্মাণ	৭৬.২৬	২০৪.৩৮	৫৯.৬৬	২০৪.৩৮
৩.	বহিঃ পানি রিজার্ভার	৫৩.২৩	১২০০০০	৫৩.২৩	১২০০০০
৪.	ডিষ্ট্রিবিউশন লাইন	২৬.৩০	১১	২২.০০	১১
৫.	গভীর নলকূপ	৫২.৩৬	৯	৩৬.৫৮	৯
৬.	কম্পাউন্ড ড্রেইন	৫৩.৬৯	৬৩০১.৯৬	৪২.৯৬	৬৩০১.৯৬
৭.	বাউন্ডারী ওয়াল এবং গেইট	৩৬৫.৫০	৪১২২.৭৫	৩৩০.৮৪	৪১২২.৭৫
৮.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	২২৭.৪৬	৬৮০৪.৫১	২১৬.৪৬	৬৭০১.০০
৯.	সাইট উন্নয়ন	১৪৪.৩১	৮২৭৩১.০৯	১০৪.২৫	৮৩১০০.০০
১০.	মাটি ও নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষা	১০.১৪	-	৬.৬৮	-
১১.	আরবরিকালচার এবং ল্যান্ডস্কেপিং	৬.২৫	১১	৬.১৫	১১

১২.	বহিঃ গ্যাস সংযোগ	২০.০০	৫	৮.৩৩	৩
১৩.	বিদ্যমান অবকাঠামো অপসারণ	১.০০	-	১.০০	-
১৪.	পাম্প হাউস নির্মাণ	৩০.১৬	২০৪.৩৮	২৬.২৫	২০৪.৩৮
১৫.	পুলিশ গার্ড রুম ও সেন্ট্রি বক্স নির্মাণ	২১০.২১	১০৭১.৯০	২০৩.৬৪	১০৭১.৯০
১৬.	বিবিধ	১৯.৫০	-	১৮.৮৬	-
১৭.	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	১১.০০	১১	১০.৯৮	১১
১৮.	যানবাহন	৬০.০০	১	৫৯.৫০	১
১৯.	অফিস সরঞ্জাম	১৬.৫০	১১	১৬.৫০	১১
২০.	ক্যামেরা-সিসিটিভি	২১.১৫	১১	১৪.০৬	১১
২১.	ফার্ণিচার	১৮৫.০০	২০৫২	১৮৪.৯৫	২০৫৫
২২.	অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি	২৯.৬৩	২২০	১৫.২৫	২২০
২৩.	ভূমি অধিগ্রহণ	৯৮৮.২৪	৫.০৪	৯৮৮.২৪	৫.০৪
২৪.	বহিঃ বিদ্যুতায়ন	৩৮৭.৮২	১১	৩৬৪.৯২	১১
২৫.	প্রকল্প পরিচালকের বেতন	১১.৭৩	-	-	-
২৬.	প্রকল্প পরিচালকের অধীন কর্মচারীদের বেতন	৮.৩৯	-	৬.৪৫	-
২৭.	প্রকল্প পরিচালকের দাপ্তরিক ব্যয়	২১.০৬	-	২১.০৬	-
২৮.	রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং	১৬.৯৩	১১	৫.৪৭	-
২৯.	সোলার প্যানেল	৬৬.৮০	১৫	৬৫.১৩	১৫
৩০.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	১০.০০	-	-	-
৩১.	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	৩০.০০	-	-	-
	মোট =	**৬৬৪৪.৩১**		**৬৩১৯.৩৮**	

৭। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ ঃ** প্রযোজ্য নয়।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৮.১ <u>প্রকল্পের পটভূমি</u> ঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক শিক্ষা, চিকিৎসা, পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করে থাকেন। এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট ইস্যু ও নবায়নের জন্য প্রচন্ড চাপ রয়েছে। সরকার প্রধান কার্যালয়ের কাজের চাপ কমানোর জন্য ১৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায়, প্রথম পর্যায়ে ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ৫৪৪৩.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্বায়নের জন্য গত ০৮/০৬/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জমির মূল্য বৃদ্ধিসহ নির্মাণ সামগ্রীর মুল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৩৫.০১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২০.৮৫% বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির ১ম সংশোধন ৬৫৭৮.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং বাস্ত্মবায়নকাল অপরিবর্তীত রেখে ১৪/০২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৯/৬/২০১৩ তারিখে ৬৬৪৪.৩১ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ জিওবি মুদ্রায় জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে অনুমোদিত হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্য ঃ**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে তাদের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থান হতে পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা। বিশেষতঃ নিরাপদ এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট সুবিধা প্রদান।

৮.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ**

১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ৫৪৪৩.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই,২০১০ থেকে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৮-০৬-২০১০ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জমির মূল্য বৃদ্ধিসহ নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিবেচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৪.০২.২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬৪৪.৩১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারিত হয় জুলাই, ২০১০ থেকে জুন,২০১৪।

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ**

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হিসেবে ৫.০৪ একর জমি অধিগ্রহণ, ৮২৭৩১.০৯ ঘন মিঃ ভূমি উন্নয়ন কাজ, ১৩২৯১.৯৯ বঃমিঃ অফিস ভবন নির্মাণ, ২২৭.৬০ বঃমিঃ পাম্প হাউজ নির্মাণ, ২০৪.৩৮ বঃমিঃ জেনারেটর রন্নম নির্মাণ, ১০২১.৯০ বঃমিঃ পুলিশ গার্ড রন্নম এবং নিরাপত্তা বক্স নির্মাণ, ৪১২২.৭৫ রাঃমিঃ সীমানা দেয়াল নির্মাণ, ৬৮০৪.৫১ বঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, ৬৩০১.৯৬ রাঃ মিঃ কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ, ১২০০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পানির রিজারভার নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ, ১১টি কম্পিউটার, ১টি জীপ গাড়ী, ১১টি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার সংস্থান।

১০। **প্রকল্প পরিদর্শন ঃ**

১০.১ **রংপুর পাসপোর্ট অফিস ঃ**

গত ২৭-০৩-২০১৫ তারিখে রংপুর জেলায় ১১টি পাসপোর্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রংপুরে পাসপোর্ট ভবন নির্মাণ কেন্দ্রে কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে রংপুর গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ভবনের পিছনের দিকে ছোট খাট হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালে কিছুটা দাগ পরিলক্ষিত হয়েছে। সিঁড়ির নির্মাণ কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক। পস্নাষ্টার ফিনিশিং ও দুই একজায়গায় কিছু কিছু উচু-নীচু পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে ভবনের কলাম, বীম, ছাদ ইত্যাদিতে তেমন কোন মেজর ত্রম্নটি পরিলক্ষিত হয়নি।



রংপুর পাসপোর্ট অফিস (চিত্র নং-১)



দেয়ালে দাগ পড়া (চিত্র নং-২)

১০.২ **বরিশাল পাসপোর্ট অফিস** ঃ

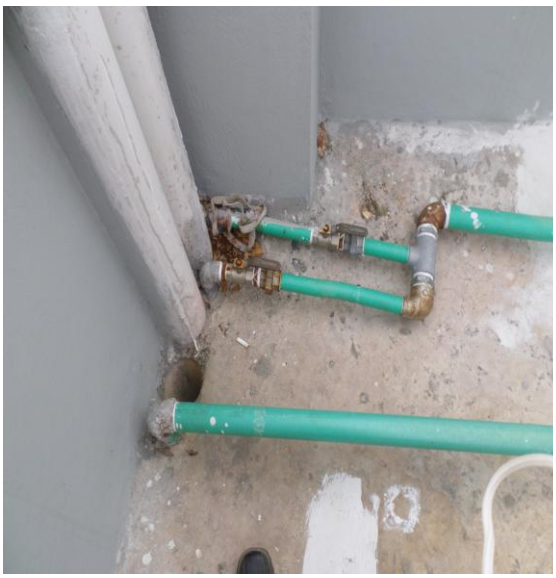
গত ১৬-০৫-২০১৫ তারিখে বরিশাল পাসপোর্ট অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পিডবিস্নউডির সংশিস্নষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে নির্মাণ কাজের সার্বিক বাস্ত্মবায়নকাজ সন্তোষ্মজনক দেখা গেছে। তবে ভবনের পিছন দিকের দেয়ালের ফিনিশিং কাজ উচু-নীচু পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবনের বাথরস্নমের যে ফিটিংস লাগানো হয়েছে তার মধ্যে দুই একটি যেমন সাবানদানী রাখার যে গস্নাস লাগানো হয়েছে তার সম্মুখের এ্যালুমিনিয়ামের মান কিছুটা নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ ভবনের বাথরস্নমের ফিটিংস এর মান কাঙ্খিত মানের পরিলক্ষিত হয়নি। এ বিষয়ে পিডব্লিউডির সংশিস্নষ্ট প্রকৌশলী জানান যে ঠিকাদারগণ যে মাল সাপস্নাই দেন তাতে যে সকল কোম্পানীর নাম লেখা থাকে তা তাদের প্রদত্ত স্পেশিফিকেশনের সাথে মিল আছে। তবে নতুন অবস্থায় এসকল জিনিসের যেমন পানির ট্যাপকল, তোয়ালে রাখার হাতল ও বেসিনের উপরের সাবান ব্রাশ রাখার গ্লাস এবং তার সাথে এ্যালুমিনিয়ামের কভার এ নিকেলিং অত্যান্ত্ম চকচকে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও ছাদের পানির পাইপে যে এলবো লাগানো হয় তাও প্রথমে চকচকে কালার দেখা যায়। কিন্তু এসব দ্রব্যাদি লাগানোর অনেক পরে দেখা যায় উহার কালার ডিসকালার হয়। তাই এ বিষয়ে ঠিকাদারদের সহযোগিতা ও আন্ত্মরিকতা না থাকলে এবং স্থানীয় ও কতিপয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করার কারনে তাদেরকে কোন প্রকার বাইন্ডংসে আনা সম্ভব হয়না।

১০.৩ **খুলনা পাসপোর্ট অফিস** ঃ

গত ১৭/৪/২০১৫ তারিখে খুলনা জেলার পাসপোর্ট অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে খুলনা জেলার গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পাসপোর্ট কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। ভবনের চারিদিকের ওয়াল ঘুরে দেখা যায় যে দুই এক জায়গায় উচ-নীচু হয়েছে। কিউরিং যথাযথভাবে না হওয়ায় এক জায়গায় হেয়ার ক্রাক হয়েছে। তবে ইতোপূর্বে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত ভবনের ভিতরের ওয়াল, ছাদ ও বীম কলামে কিছু কিছু হানিকম থাকলেও পস্নাষ্টার অত্যান্ত্ম ভালভাবে করায় বর্তমানে ফিনিশিং কাজ সুন্দরভাবে করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক জানান যে ছাদের থেকে আপাততঃ কোন পানি ভিতরের দিকে আসেনা। তবে পিডবিস্নউডি কর্তৃক একটি পানির নতুন পাম্প সরবরাহ করা হয়নি মর্মে তিনি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে পিডবিস্নউডি এর উপস্থিত প্রকৌশলী জানান যে পানির নতুন পাম্প তাদের কাছে রয়েছে যা শীঘ্রই স্থাপন করে দেয়া হবে। এছাড়া যে সকল ছোট খাট ত্রম্নটি রয়েছে তা লিখিতভাবে পাওয়ার পর তারা উহা ঠিকঠাক করে দেয়ার ব্যবস্থা করছেন বলে জানান।



খুলনা পাসপোর্ট ভবন (চিত্র নং-৩)



ছাদের ডাউন পাইপে ঢাকনা না থাকা (চিত্র নং-৪)

১০.৪ **ফরিদপুর পাসপোর্ট অফিস** ঃ

গত ১৭/৫/২০১৫ তারিখে ফরিদপুর পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে সহকারী পরিচালক জানান যে ভবন নির্মাণের পর ছাদের পানি সিঁড়িতে গড়িয়ে আসত। এখন তা বন্ধ হয়েছে। ভবনটি একটি জলাশয়ের মধ্যে মাটি ভরাট করে নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে উহা সেটেল হওয়ার কারনে দু'একজায়গায় পস্নাষ্টারে হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি হয়েছে। ইলেকট্রিক ফিটিংস ও দরজা জানালা এবং বাথরস্নমের যে সকল ছোট খাট ত্রস্নটি রয়েছে তা পিডবিস্নউডিকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ফলে তারা তা মেরামত করে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং কিছু কিছু কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে।



ফরিদপুর পাসপোর্ট ভবন (চিত্র নং-৫)



ফরিদপুর পাসপোর্ট ভবন (চিত্র নং-৬)

১০.৫ **ঢাকা জেলা পাসপোর্ট অফিস** ঃ

গত ১৪/৫/২০১৫ তারিখে ঢাকা জেলা পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ভবনের পাশে দুটি কক্ষের মাঝখানে স্পেস (জায়গা) রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত্ম সরস্ন। ফলে ভবনের লোকজন যে সকল ময়লা কাগজপত্র ইত্যাদি ফেলছে তা উক্ত স্থানে জমা হয়ে আছে। বৃষ্টির পানি উক্ত স্থানে ঢুকে তা নষ্ট হচ্ছে এবং এতে ভবনের পস্নাষ্টার, বীম, কলাম ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কিভাবে এ ভবনের ডিজাইন তৈরি করে তা বোধগম্য নয়। নাকি ভবনে নির্মাণকালে পিডবিস্নউডি কর্তৃক নকশা অনুসরণ করা হয়নি তা জানতে চাইলে তারা নিশ্চুপ থাকেন। ভবনে যে হারে জনসাধারন পাসপোর্ট জমা, এন্ট্রি, ছবি তোলা ইত্যাদি কাজের জন্য আসেন সে তুলনায় কর্তকর্তাদের কক্ষের সম্মুখে স্পেস কম রাখা হয়েছে। এসকল স্থান ব্রিক ওয়াল এর কাজ না করে কেন্দ্রীয়ভাবে খোলা রেখে নির্মাণ করা হলে পাসপোর্ট ফরম জমা প্রদান, ছবি তোলা, লাইনে দাড়ানো পাসপোর্ট ডেলিভারি নিতে আসা লোকজনের মুভমেন্টে যেমন সহজ হত তেমনি কর্মকর্তাদের কাজেও সুবিধা হত। ভবনটিতে যে হারে পাসপোর্ট করার জন্য লোকজন আসে এবং উপরে উঠে সে তুলনায় অত্যান্ত্ম ছোট আকারের একটি লিফট বসানো হয়েছে। ফলে ঐ লিফট এ দ্রস্নত বেগে উঠে কাজ সেরে নিচে নামতে অধিকাংশ লোকজন সুযোগ পাননা। পাসপোর্ট জমা দিতে ও ডেলিভারী নিতে আসা লোকজনের জন্য অফিস স্পেস ও সংলগ্ন এলাকা সরস্ন/জরাজীর্ণ হওয়ায় আগত জনসাধারনের দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। যে সকল লোকজন পাসপোর্ট অফিসে আসছেন তাদের ভালভাবে বসা, বাথরস্নম ব্যবহার করার কোন পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। এ ধরনের ভবন আরও বড় আকারের জায়গায় করা হলে জনসাধারনের দূর্ভোগ কম হত।

১০.৬ **<u>হবিগঞ্জ জেলা পাসপোর্ট অফিস</u>** ঃ

গত ২৩/৫/২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পাসপোর্ট অফিসের কয়েকজন ষ্টাফ উপস্থিত ছিলেন। তবে পিডবিম্নউডি এর কোন কর্মকর্তা বা প্রকৌশলীকে পরিদর্শনকালে পাওয়া যায়নি। ভবনটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ভবনের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ফাটল ও অসংখ্য হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়। বাথরম্নমের বেসিনের সেলফ ভাঙ্গা থাকা বা একবারেই ভেঙ্গে নীচে পরে গেছে। ভবনের সুইচ বোডে যে ইলেকট্রিক কানেকশন দেয়া হয়েছে তাতে বৈদ্যুতিক কানেকশক নাই। ইলেকট্রিক তার বিভিন্ন স্থানে ঝুলে থাকা। ছাদের উপরে পানির পাইপ ও এলবোতে জং ধরা দেখা যায়। ছাদের পানি নীচে পরার জন্য পাইপ স্থাপন না করায় পানি দেয়ালে খেষে নীচে পরে। সোলার প্যানেলটি অকেজো। ছাদের লোহার দরজাটি আকা বাকা যা ঠিকভাবে আটকানো যায়না। টেলিফোনে উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীকে ডাকা হলে তারা আসবেন বলেও আসেননি। এছাড়া তাদেরকে এসব হেয়ার ক্রাক এবং নির্মাণ ত্রম্নটির কথা বললেও তারা তা টেলিফোনে অস্বীকার করেন। তবে আপাততঃ দৃষ্টিতে ভবন পরিদর্শনকালে মেজর কোন ত্রম্নটি পরিলক্ষিত হয়নি।



বেসিনের সেলফের ষ্ট্যান্ড ভাঙ্গা (চিত্র নং-৭)



ছাদে পানির পাইপে ঝং ধরা (চিত্র নং-৮)



স্যানিটারী পাইপ স্থাপনে দূর্বলতা ও দেয়ালে শেওলা পরা (চিত্র নং-৯)



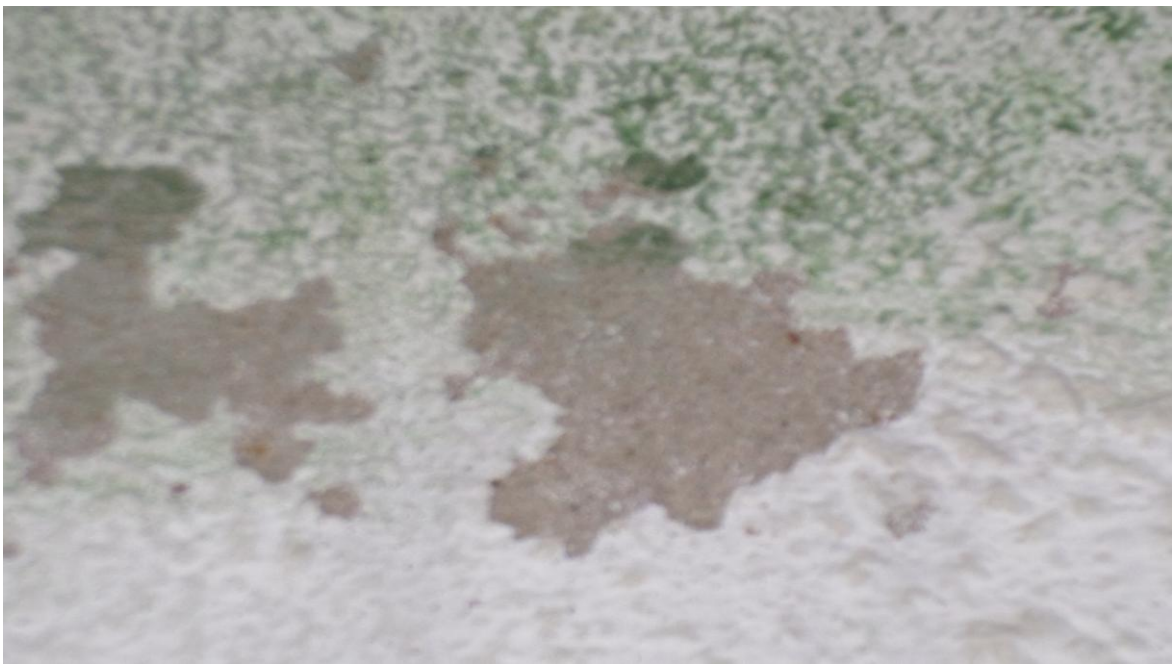
দেয়ালে হেয়ার ক্রাক (চিত্র নং-১০)



ভবনে দেয়ালে ফাটল (চিত্র-১১)



বেসিনের উপরে সেলফ/তাক ভেঙ্গে পরে যাওয়া (চিত্র-১২)



দেয়ালের পস্নাষ্টার খসে পরে যাওয়া (চিত্র নং-১৩)

১০.৭ **<u>সিলেট জেলা পাসপোর্ট অফিস</u>** ঃ

গত ২২/৫/২০১৫ তারিখে সিলেট পাসপোর্ট অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পাসপোর্ট ভবনের পিছনের ওয়ালে কিছু কিছু হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়। ভবনটি পুকুর/ডোবা ভরাট করে নির্মাণ করা হয়। ফলে ভবনের জায়গাটি সেটেল হওয়ার ফলে ফ্লোরে দু'একটি ছোট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।



সিলেট পাসপোর্ট ভবন (চিত্র-১৪)



সিলেট পাসপোর্ট ভবনের দেয়ালে হেয়ার ক্রাক (চিত্র-১৫)

১০.৮ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন সমূহের নির্মাণ ত্রম্নটির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান যে, বিভিন্ন জেলায় পুকুর ভরাট করে ভবন নির্মাণের পর ভরাটকৃত মাটি সেটেল হওয়ার সময় কতিপয় ভবনে ছোট ছোট ফাটল বা হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সিলেট ও হবিগঞ্জ এলাকায় দক্ষ শ্রমিকের সংকট থাকায় এবং ঠিকাদারদের অসহযোগীতার কারণে কোন কোন ভবনের ছোট খাট নির্মাণ ত্রম্নটির সৃষ্টি হয়েছে যা ইতোমধ্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৯ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা** ঃ

প্রকল্পটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োজিত জনাব মোঃ আতিকুল হক (যুগ্ম-সচিব) উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১০.১০ **ক্রয় সংক্রান্ত মতামত** ঃ

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটিতে সংশিস্নষ্ট দপ্তরের বাহিরের দু'জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীতে সকল সদস্যের সিল ও স্বাক্ষর রয়েছে।

১০.১১ অডিট সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআরের Monitoring & Audit অংশে অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্যাদির উলেস্নখ করা হয়নি। ইতোমধ্যে যদি কোন অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হয়ে থাকে তবে তা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করা প্রয়োজন।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে তাদের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থান হতে পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা। বিশেষতঃ নিরাপদ এবং মেশিন রিডেবল	বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনসমূহ ইতোমধ্যে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু রয়েছে। উক্ত অঞ্চলের জনসাধারন এখন নিজ নিজ জেলা থেকে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট করার

পাসপোর্ট সুবিধা প্রদান।	সুযোগ পাচ্ছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৩। **সমস্যা**

১৩.১ রংপুর জেলা ঃ

(১) রংপুর পাসপোর্ট অফিসের পিছন দিকে হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি ও ওয়েদার কোট ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া।

(২) বাথরম্নম ফিটিংশ এর কিছু কিছু আইটেম মানসম্মত না হওয়া।

১৩.২ বরিশাল জেলা ঃ

(৩) বাথরম্নমের বেসিনের উপরে স্থাপিত সেলফ নিম্নমানের হওয়া।

(৪) ছাদে স্থাপিত পানির পাইপের এলবোতে জং ধরা দেখা গেছে।

(৫) পাসপোর্ট ভবনের পিছনে হেয়ার ক্রাক থাকা।

(৬) পাসপোর্ট ভবনের সামনে অবৈধ দোকান-পাট গড়ে উঠা।

১৩.৩ খুলনা জেলা ঃ

(১) খুলনা পাসপোর্টের ভবনের দেয়ালে হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হওয়া ও ছাদে রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এর মুখে ঢাকনা না থাকা।

(২) নতুন পানির পাম্প স্থাপনে বিলম্ব হওয়া।

১৩.৪ ঢাকা জেলা ঃ

(১) ভবনের পাশে অবস্থিত পিলারের মাঝখানের ফাকা জায়গা অত্যান্ত্ম সরম্ন হওয়ায় সেখানে ময়লা জমা হওয়া এবং বৃষ্টির পানি ভরে ভবনের ক্ষতি হওয়া।

(২) ভবনে পাসপোর্ট ফরম জমা ও ডেলিভারী নিতে আসা জনসাধরনের তুলনায় ভবনের স্থাপিত লিফট অত্যান্ত্ম ছোট আকারের হওয়া।

(৩) ভবন নির্মাণের জন্য জমির পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ায় বাধ্য হয়ে সংকুচিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করা।

১৩.৫ হবিগঞ্জ জেলা ঃ

(১) হবিগঞ্জ পাসপোর্ট ভবনের বিভিন্ন বাথরম্নমের বেসিনের উপরে সেলফ না থাকা।

(২) ভবনটির বিভিন্ন স্থানে ফাটল পরিলক্ষিত হওয়া।

(৩) কোন কোন ইলেট্রিক বোর্ড, সকেট-এ ইলেকট্রিক কানেকশন না থাকা এবং স্থাপিত সার্ভারের কানেকশন ক্যাবল যথাযথভাবে স্থাপন না করে জানালার গ্রীলের ভিতর দিয়ে স্থাপন করা।

(৪) ভবনের ছাদে উঠার সিঁড়ির শেষ প্রান্তে স্থাপিত দরজার আঁকা-বাঁকা হওয়ায় সিটকানি ঠিকভাবে লাগাতে না পারা।

(৫) যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করায় ভবনের ছাদে স্থাপিত পাইপ ও এলবোতে জং ধরা।

(৬) ঠিকাদারের গাফিলতির কারনে ভবনের ছাদে স্থাপিত সোলার প্যানেল অকেজো থাকা।

(৭) স্থাপিত কতিপয় ফ্যানের রেগুলেটর-এ কাজ না করা।

(৮) স্যানিটারী পাইন স্থাপনে সুপারভিশনের অভাব থাকায় ভবনের দেয়ালে কোথাও কোথাও ড্যাম্প ও শেওলা পরিলক্ষিত হওয়া।

(৯) ভবনের ছাদের ও পোর্চের পানি নীচে পরার জন্য যে পাইপ স্থাপন করতে হয় তা না করা।

(১০) ভবন সংলগ্ন বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারের তিন ফেইজ-এর মধ্যে তিনটি তার দিয়ে সংযুক্ত না করে একটি তার দিয়ে সংযুক্ত করা।

(১১) ইন্টারনাল বোডের পাশে ড্রেন নির্মিত না হওয়া এবং কোথাও কোথাও উচু-নীচু হওয়ায় পানি জমে থাকা।

(১২) দরজা যাতে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা না লাগে সে জন্য যে সাপোর্ট নাট/বল্টু লাগানো হয়েছে তা ভেঙ্গে দূর্বল হওয়া।

(১৩) পিডব্লিউডির সংশিস্নষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলী কর্তৃক ঠিকাদারকে নির্মাণকালে যথাযথভাবে সতর্ক না করা।

(১৪) সংশিস্নষ্ট প্রকৌশলীদের সুপারভিশন ও কিউরিং কাজে তদারকি না করা ও গাফিলতি পরিলক্ষিত হওয়া।

(১৫) হবিগঞ্জের নির্মাণ ত্রম্নটি থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদারের জামানত আংশিক প্রদান করা।

১৩.৬ <u>সিলেট জেলা</u> ঃ

(১) সিলেট জেলায় স্থাপিত পাসপোর্ট ভবনের পিছন দিকে ছোট ছোট হেয়ার ক্রাক থাকা।

(২) পুকুর/ডোবা ভরাট করে ভবন নির্মাণ করা।

(৩) মাটি সেটেল হওয়ায় সময় ফাটল বা হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

১৩.৭ <u>সাধারণ সমস্যা</u> ঃ

(১) বিভিন্ন জেলায় যেমন বরিশাল, সিলেট ও ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায় পুকুর/ডোবা ভরাট করে ভবন নির্মাণ করায় তা সেটেল হওয়ার সময় ফাটল সৃষ্টি হওয়া।

১৪। সুপারিশ/মতামত ঃ

<u>রংপুর জেলা</u> ঃ

১৪.১ রংপুর, পাসপোর্ট অফিসের ফিনিশিং কাজে অর্থাৎ ভবনের দেয়ালের যে সকল স্থানে চুনা খসে গেছে বা প্লাষ্টার উচু- নীচু হয়েছে তা ঠিক করে দেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে বাথরম্নমের ফিনিশিং ও ফিটিংস মান সম্পন্ন করতে হবে।

<u>বরিশাল জেলা</u> ঃ

১৪.২ বরিশাল পাসপোর্ট অফিসের বাথরম্নমের বেসিনের উপরে সাবান, ব্রাশ রাখার গ্লাস ও এ্যালুমিনিয়াম সেলফ এর তাক যথাযথ মানের স্থাপন করতে হবে। পাসপোর্ট ভবনের সামনে অবৈধভাবে গড়ে উঠা দোকান পাঠ উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

<u>খুলনা জেলা</u> ঃ

১৪.৩ খুলনা বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের পানির পাম্পটি পিডব্লিউডিকে দ্রুত স্থাপন করে দিতে হবে এবং অন্যান্য ছোট খাট/টুকিটাকি যে সকল সমস্যা রয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

<u>ফরিদপুর জেলা</u> ঃ

১৪.৪ ফরিদপুর পাসপোর্ট অফিসের প্লাষ্টারে হেয়ার ক্রাক ও প্লাষ্টারের উচু-নীচু অংশ মেরামত করে দিতে হবে।

<u>ঢাকা জেলা</u> ঃ

১৪.৫ ঢাকা জেলার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের যে সকল স্থানে সরম্ন স্পেস রয়েছে সেখানে যাতে ময়লা জমে না থাকে সেজন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করার সুযোগ থাকলে তা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে ভবনের ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্য করে লিফট স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। যাতে জনসাধারন দূর্ভোগ ছাড়াই সেবা পেতে পারে।

১৪.৬ **<u>হবিগঞ্জ জেলা</u> ঃ**

(১) হবিগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসের ভবনের ভিতরে ও বাইরে যে সকল ছোট ছোট ফাটল ও হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে তা মেরামতের জরম্নরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) উক্ত ভবনের অকেজো ইলেট্রিক সুইচ বোর্ড, ঝুলে থাকা তার, অসংলগ্নভাবে যে সকল ইন্টারনেট তার বা ইলেকট্রিক তার লাগানো হয়েছে তা যথাযথভাবে স্থাপন করতে হবে।

(৩) অবিলম্বে ছাদের পানির পাইপে ও এলবোতে জং ধরা অংশ পরিবর্তন করতে হবে ।

(৪) ভবনের পেছনের দিকে স্যানিটারী পাইপের সংযোগ স্থলে এবং পোর্চের উপর থেকে যে পানি দেয়ালে চুঁইয়ে পরে শেওলা জমেছে তা পরীক্ষা নিরীক্ষাপর্বক যথাযথভাবে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) যে সকল ছোট ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, হেয়ার ক্রাক,ইলেকট্রিক লুজ কানেকশন, পানি পাইপের জং ধরা স্থাপিত সার্ভারের কানেকশন যথাযথভাবে স্থাপন ও মেরামত করা হয়নি তা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত্ম ঠিকাদারের জামানতের অর্থ ফেরৎ দেয়া যাবেনা।

(৬) ভবন নির্মাণকালে পিডব্লিউডির দায়িত্ব প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ ভবিষ্যতে যাতে সুপারভিশন কাজে অবহেলা না করে সেজন্য তাদেরকে সতর্ক করা যেতে পারে।

(৭) প্রকল্পের যে সকল ত্রম্নটি বিচ্যুতি সমস্যা রয়েছে তা যথাযথভাবে মেরামত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জরম্নরী ভিত্তিতে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পটুয়াখালী কোষ্টগার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্পের
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম ঃ পটুয়াখালী কোষ্টগার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪২১২.৯১ ৪২১২.৯১ -	৪৩৫৬.২৮ ৪৩৫৬.২৮ -	৪৩৫৫.৯৮ ৪৩৫৫.৯৮ -	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	অক্টোবর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	৩.৩৯%	২ বছর ২ মাস (৬৬.৬৬%%)

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
01.	Site Development	70.10	51500	70.10	100%
02.	Admin Building	536.53	3716.09	536.37	100%
03.	Officer's Mess	404.80	1858.05	404.80	100%
04.	Trainees Barrack	329.42	2043.85	329.42	100%
05.	Training School	282.79	1486.44	282.79	100%
06.	Guard Room	69.58	312.15	69.58	100%
07.	Drill Shed	129.19	371.61	129.19	100%
08.	Sub-Station Building	32.88	111.48	32.88	100%
09.	Mosque	108.24	557.41	108.24	100%
10.	Fuel Shed	18.99	74.32	18.99	100%
11.	Commandant Bungalo	109.84	334.45	109.84	100%
12.	Officers Rdsidence	441.89	2043.85	441.89	100%
13.	M.T.Shed	177.95	929.02	177.95	100%
14.	Sailors Residence (800.00 sft)	367.29	2062.43	367.29	100%
15	Sailors Residence (600.00 sft)	269.16	1616.50	269.16	100%

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
16.	Pond and Ghatla	11.64	-	11.64	100%
17.	Parade Ground	34.83	1710.00	34.83	100%
18.	Play Ground	13.00	991.86	13.00	100%
19.	Tennis Court	15.59	657.75	15.59	100%
20.	External Water Supply	47.46	-	47.46	100%
21.	Electrical Equipments incl. Solar	176.08	-	176.08	100%
22.	Boundary Wall	177.00	1292.00	177.00	100%
23.	Bituminous Road	216.76	10468.00	216.76	100%
24.	Surface Drain	8.60	-	8.60	100%
25.	Arboriculture	2.00	-	2.00	100%
26.	Supply & Services	19.00	-	18.86	100%
27.	Office equipment	49.80	-	49.80	100%
28.	Office Furniture	150.33	-	150.33	100%
29.	Purchase of Vehicles	55.54	2	55.54	100%
30.	PWD Contingency	30.00	-	30.00	100%
	Total =	**4356.28**	**-**	**4355.98**	

৬। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ <u>প্রকল্পের পটভূমি</u> ঃ

পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডের প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মূল প্রকল্পের ডিপিপি ৪২.১২৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক ২১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি ৪৩.৫৬২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান অপরাধ এবং সন্ত্রানের হুমকি যা ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আচ্ছন্ন করেছে। যদিও বাংলাদেশ একটি সন্ত্রাস প্রবন দেশ নয় তবুও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্রসীমায় অপরাধ, সন্ত্রাস, কালোবাজারী, জলদস্যুতা ইত্যাদি গুরুত্ব দিয়ে নিয়ন্ত্রন করা উচিত। প্রধান সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা হিসেবে কোষ্ট গার্ড কর্মীরা সদা জাগ্রত। এ কারণে কোষ্ট গার্ড কর্মীদের জন্য অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যেখান থেকে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রসীমার যে কোন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। কিন্তু কোষ্ট গার্ড কর্মীদের প্রচন্ড উৎসাহ এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সামান্য বাসস্থান এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অপ্রতুলতার জন্য সমুদ্রসীমায় জলদস্যুতা, উদ্ধার, টহলদারী ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং সহযোগীতা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে সরকার পটুয়াখালীতে প্রশিক্ষণ ঘাঁটি স্থাপন করতে চায় যাতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং অন্যান্য কাজ ও পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

* কোষ্ট গার্ডের জনবলের মৌলিক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;
* প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা;
* দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক প্রাকৃতি দুর্যোগের সময় উদ্ধার, ত্রাণ তৎপরতা এবং পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ;
* সমুদ্রে চোরাচালান এবং জলদস্যুতা হ্রাস করা ;
* স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা ; এবং

* উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করা।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "পটুয়াখালী কোষ্টগার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২১/৭/২০০৯ তারিখে ৪২১২.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটির অনুকূলে নভেম্বর, ২০১৩ মাসে ৬৮৪.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এত বিলম্বে টাকা পাওয়ায় অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্পটির সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করা যাবেনা মর্মে বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড অধিদপ্তর প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরূ	পর্যন্ত	
০১	লেঃ কমান্ডার এম.এস. মূলক	জুলাই, ২০০৯	এপ্রিল, ২০১১	ফুলটাইম
০২	ইঃ লেঃ আশরাফ সিদ্দিক	মে, ২০১১	২৯/৯/২০১৩	ফুলটাইম
০৩	লেঃ কমান্ডার এম.এ. মামুন	২৯/৯/২০১৩	১০/১০/২০১৩	ফুলটাইম
০৪	কমান্ডার এম.জহিরুল হক	১০/১০/২০১৩	৩০/৬/২০১৪	ফুলটাইম

৮। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ**

প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালীতে কোষ্ট গার্ডের ঘাঁটিতে প্রশাসিনক ভবন, কর্মকর্তাদের মেস, প্রশিক্ষণ স্কুল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ, কমানডেন্ট বাংলো, কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন, নাবিকদের আবাসিক ভবন, গার্ড রুম, ড্রিল শেড, মসজিদ, টেনিস কোর্ট, পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন, Play ground, ইত্যাদি স্থাপনা/ অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

৯.১ গত ০৩-৩-২০১৫ তারিখে পটুয়াখালীতে কোষ্ট গার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ও কোষ্ট গার্ডের সংশিস্নষ্ট ঘাঁটির অধিনায়ক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে কোষ্ট গার্ডের উপস্থিত অধিনায়ক জানান যে, গভীর নলকূপ দু'টি যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করা হয়নি। যার ফলে টিউবওয়েল থেকে যে পানি পাওয়া যাচ্ছে তা পানের অনুপযোগী। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে ১০৬৫ ফুট গভীরতায় নলকূপ দু'টি জরুরী ভিত্তিতে পুনস্থাপন করা প্রয়োজন।



কোষ্টগার্ড ভবন (চিত্র-১)

৯.২ **পাম্প হাউজ** ঃ পাম্প হাউজের পানি রিজার্ভার ট্যাংক ব্যবহারের অনুপযোগী। ট্যাংকের ফ্লোর ক্রটিপূর্ণ বিধায় ট্যাংকের তলদেশ হতে প্রাকৃতিক পানি ট্যাংকে প্রবেশ করে। ফ্লোর পুনরায় সিসি ঢালাই করতে হবে। এছাড়া পাম্প হউজে উঠা-নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা নাই।

গার্ডরুম ঃ বাথরুমে আরএফএল সোলিড দরজার পরিবর্তে আরএফএল পপুলার দরজা লাগানো হয়েছে। দু'একটি দরজার আংশিক জোড়া খুলে গেছে যা পরিবর্তন করে সোলিড দরজা লাগানো দরকার।



স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দরজা লাগানো হয়নি **(চিত্র-২)**

প্রশিক্ষণার্থী নিবাস ঃ এখানে স্যানেটারী এবং ইলেকট্রিক ফিটিং থাই গ্লাস লাগানো বাকী। কাঠের দরজায় বার্নিশ করা হয়নি। চিলেকোঠার রুমের গ্রীল ও থাই গ্লাস লাগানো হয়নি। তবে পরির্দনকালে কিছু কিছু কাজ চলমান অবস্থায় দেখা গেছে।



কাঠের দরজায় বার্ণিশ না করা (চিত্র-৩)

নাবিক বাসস্থান (৬০০ বর্গফুট) ঃ ইলেকট্রিক ফিটিং এর কাজ বাকী রয়েছে। দরজা পরিবর্তন করে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সোলিড দরজা লাগাতে হবে। সকল দরজায় এস এস স্ক্রুর ব্যবস্থা করা হয়নি। ওয়াটার ট্যাংক দু'টি ভবন-এ এখনো লাগানো হয়নি।

অফিসার্স বাসস্থান-২ ঃ ইলেকট্রিক ফিটিং এর কাজ বাকী আছে। দরজায় বার্নিশ করা বাকী রয়েছে। রান্না ঘরে এগজষ্ট ফ্যান লাগানো হয়নি। ছাদের দুই পাশে দুটি লোহার দরজায় রং করা হয়নি। ভবনের কতিপয় স্থানে পস্নাষ্টার আংশিক নষ্ট হয়েছে।

মসজিদ ঃ থাই গস্নাস ফিটিং এর কাজ বাকি রয়েছে। মিম্বর বানানো হয়নি। টাইলস ফিটিং এর কতিপয় স্থানে পুডিং ভালভাবে লাগেনাই। দরজা বার্নিশ করা হয়নাই। রং এর কাজ আংশিক বাকি আছে।

সাব-স্টেশন ভবনঃ ক্যাবল এর ড্রেন লাইন পস্নাষ্টার এবং রং করা হয়নি। ফায়ার পয়েন্ট স্থাপন করা হয়নি। প্রবেশ দ্বারে শার্টার বক্স এবং টিনশেড এর টানা দেয়া হয়নি। টিন শেডের ছিদ্রগুলি পুডিং এবং রং করা হয়নি।

ট্রেনিং স্কুল ঃ বাথরম্নমের দরজার উপরে ছোট দরজা লাগানো হয়নি। দরজাসমূহের বার্ণিশ করা হয়নি এবং ৬টি দরজায় হ্যাচবোল্ট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লাগাতে হবে।



প্রশিক্ষণ ভবনের ছাদে পানি জমে থাকা (চিত্র-৪)

কম্যান্ডন্টস বাংলো ঃ কোষ্ট গার্ডের ঘাঁটিতে স্থাপিত কম্যান্ডন্টস বাংলোতে থাই লুভার উল্টা লাগানো হয়েছে যা ঠিক করে লাগানো হয়নি। ওয়াশ রম্নমসমূহের ফ্লোর এর পানি নিস্কাশনের জন্য Slope ঠিকমত তৈরি করা হয়নি। এস এস পাইপ পলিশ করা হয়নি।

অফিসার্স বাসস্থান-১ ঃ অফিসার্স বাসস্থান-১ এর দরজাসমূহে হ্যাচবোল্ট লাগানো হয়নি। ষ্টোর রম্নমে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা হয়নি।



পানির কলে ঝং ধরা (চিত্র-৫)

প্রশাসনিক ভবন, নাবিক বাসস্থান ৮০০ বর্গফুট ঃ দরজা বার্ণিশ করা হয়নি। পস্নাষ্টার দু'একজায় উঠে গেছে। ভবনের নীচের তলার টয়লেট/ওয়াশ রস্নমের পাইপসমূহ কনসিল করা হয়নি। বাথরস্নমের হ্যান্ডপুশ মানসম্মত নয়। পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

বাসকেট বল গ্রাউন্ড ও ভলিবল গ্রাউন্ড ঃ বাসকেট বল গ্রাউন্ড এর রং এবং প্যাটেন্ট ষ্টোন ঢালাই এর কাজ আংশিক বাকী রয়েছে এবং চারিদেকে ১ মিটার বর্ধিত ঢালাই কাজ করা হয়নি। বাসকেট বল গ্রাউন্ডের পোল Back board এর কোনকিছু লাগানো হয়নি। ভলিবল মাঠের ভিতর পানি জমে থাকে যা মাটি দ্বারা ভরাট করে লেভেলিং করতে হবে।

ফুয়েল শেড ঃ ফুয়েল শেডে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়নি।

সীমানা প্রাচীর ও বিটুমিনাস রোড ঃ সীমানা প্রাচীর যাতে ভেঙ্গে পরে না যায় সেজন্য প্রোটেকশন তথা টানা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড কতিপয় স্থানে উচু-নীচু হয়েছে সেখানে পানি জমে থাকে। পুকুরের ঘাটলার কিছু কিছু স্থান পুডিং করার কাজ বাকী রয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে সার্বিকভাবে কম্যান্ডট'স বাংলো, প্রশাসনিক ভবন, অফিসার্স মেস ও ষ্টাফ কোয়ার্টারের ফাউন্ডেশন, কলাম, বীম, ব্রিক ওয়ার্ক ইত্যাদির কাজের মান সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে।

৯.৩ পরিদর্শনকালে উপর্যুক্ত অসমাপ্ত কাজ দ্রস্নত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, তিনি সদ্য পটুয়াখালী জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তরে যোগদান করেছেন। যোগদানের পর তিনি অসম্পূর্ণকাজ দ্রস্নত শেষ করার জন্য ঠিকাদারকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। সে প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য জনবল নিয়োগ করেছেন। কাজ দ্রস্নত গতিতে এগিয়ে চলছে। আগামী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন হবে বলে তিনি প্রতিশ্রস্নতি প্রদান করেছেন। তবে তিনি এও জানান যে, তারপরও ঠিকাদাররা যদি কোন কাজে গাফিলতি করে তাহলে তাদের জামানতের অর্থ দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হবে। তিনি আরও জানান যে, প্রকৃত পক্ষে প্রকল্পের কয়েকটি অঙ্গের মাত্র ২ থেকে ৫ শতাংশ ফিনিশিং কাজ বাকী রয়েছে যা শিঘ্রই সম্পন্ন হবে।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
কোষ্ট গার্ডের জনবলের মৌলিক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;	কোষ্ট গার্ডের জনবলের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা;	প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক প্রাকৃতি দুর্যোগের সময় উদ্ধার, ত্রাণ তৎপরতা এবং পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ;	দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক প্রাকৃতি দুর্যোগের সময় উদ্ধার, ত্রাণ তৎপরতা এবং পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা ;	অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
সমুদ্রে চোরাচালান এবং জলদস্যুতা হ্রাস করা ;	সমুদ্রে চোরাচালান এবং জলদস্যুতা হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা গেছে।
উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করা।	উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা গেছে।

১১। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ অর্জিত হয়েছে।

১২। <u>সমস্যা</u> ঃ

১২.১ **<u>পাম্প হাউজ যথাযথভাবে স্থাপিত হয়নি</u>** ঃ পাম্প হাউজে যে দুটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে তা যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করা হয়নি। ফলে পাম্প হাউজ থেকে পানি পাওয়া যাচ্ছে তা পানের অযোগ্য।

১২.২ **<u>রিজার্ভার ট্যাংকের ঢালাই কাজ সঠিকভাবে না হওয়া</u>** ঃ পাম্প হাউজে স্থাপিত পানির রিজার্ভার ট্যাংক ব্যবহার অনুপযোগী। ট্যাংকের ফ্লোর ত্রম্নটিপূর্ণ বিধায় ট্যাংকের তলদেশ হতে ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক পানি ট্যাংকে প্রবেশ করে। তাই ফ্লোর পুনরায় সিসি ঢালাই করা প্রয়োজন।

১২.৩ **<u>কতিপয় অংগের নির্মাণ কাজ আংশিক (২%-৩%) বাকী থাকা</u>** ঃ বিভিন্ন স্থাপনার যেমন- গার্ড রম্নম, প্রশিক্ষণার্থী নিবাস, নাবিক বাসস্থান ৬০০ বর্গফুট, অফিসার্স বাসস্থান-২, মসজিদ, সাব-স্টেশন ভবন, ট্রেনিং স্কুল, কম্যান্ডন্টস বাংলো, নাবিক বাসস্থান ৮০০ বর্গফুট, পেস্ন-গ্রাউন্ড, ফুয়েল শেড ইত্যাদি স্থাপনার যথাক্রমে বিদ্যুৎ সংযোগ, থাই গস্নাস স্থাপন, দরজায় ফাইনাল বার্ণিশ, ইলেকট্রিক ফিটিং, স্যানেটারি ফিটিং, টাইলস ফিটিংস, ফায়ার পয়েন্ট, ওয়ালের প্লাষ্টার খসে পরা, ফ্লোরের ঢাল, ভেন্টিনেশনের যথাযথ ব্যবস্থা, পস্নাষ্টার ও রং করা, হ্যাচবোল্ট স্থাপন, ওয়াটার ট্যাংক বসানো, টেলিফোন লাইন স্থাপন ইত্যাদি কাজ আংশিক বাকী রয়েছে। পপুলারের পরিবর্তে দরজায় সোলিড ডোর স্থাপন করা বা রং করা ইত্যাদি কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।

১২.৪ **<u>ভবনের ছাদে পানি জমে থাকা</u>** ঃ প্রশিক্ষণ ভবনের ছাদে পানি জমে থেকে শেওলা পড়ে ছাদ নষ্ট হওয়া।

১২.৫ **<u>পিডবিস্নউডির মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত প্রকৌশলীদের যথাযথভাবে নির্মাণ কাজ তদারকী না করা</u>** ঃ পিডবিস্নউডির উপ-সহকারী প্রকৌশলী যারা সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত তাদের দায়িত্বে অবহেলা।

১২.৬ **<u>ঠিকাদারদের স্থানীয় প্রভাব খাটানোর অভিযোগ</u>** ঃ কতিপয় ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজে চরম অবহেলা এবং স্থানীয় প্রভাব খাটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৩। সুপারিশ/মতামত ঃ

১৩.১ পটুয়াখালী কোষ্ট গার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০ অশ্বশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর একটি নলকূপ এবং প্রশাসনিক ব্লকের পাশে অবস্থিত ০৬ অশ্বশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু স্থাপিত গভীর নলকূপের পানি পানের যোগ্য নয়। তাই উক্ত নলকূপের স্থলে সুপেয় পানি প্রাপ্তির জন্য আরো বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন ১০৬৫ বর্গফুট গভীরতার দুটি নলকূপ জরন্নরী ভিত্তিতে পুনঃস্থাপন করতে হবে।

১৩.২ পাম্প হাউজের পানির রির্জাভার ট্যাংক ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। ভূগর্ভস্থ যে পানি রির্জারভারে প্রবেশ করে তা বন্ধ করার লক্ষ্যে জরন্নরী ভিত্তিতে ফ্লোর পুনরায় সিসি ঢালাই করতে হবে। পাম্প হাউজে উঠা-নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৩ নির্মিত বিভিন্ন ভবনে প্রতিবেদনের ৯.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে সকল কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে যেমন- ইলেকট্রিক, স্যানেটারী, টাইলস ফিটিংস ইত্যাদি কাজ, কাঠের দরজার ফাটল, অবার্ণিশকৃত দরজা, থাই গ্লাস ও গ্রীলের অসমাপ্ত কাজ, টেলিফোন লাইন স্থাপন, বাথরন্নমে আরএফএল সোলিড দরজার পরিবর্তে আরএফএল পপুলার লাগানো, আরমোরি এবং ম্যাগজিনে ভেন্টিলেশন এগজষ্ট ফ্যান না লাগানো, রং এর কাজ, জানালার ফ্রেমের চারিদিকে পুডিং না লাগানো, ভবনের সিলিং এ ফ্যানের হ্যাংগিং রড না লাগানো, কতিপয় দরজা এস এস স্ক্রুর না লাগানো, ভবনের ছাদে ওয়াটার ট্যাংক না বসানো, মসজিদের অসমাপ্ত কাজ, সাব-স্টেশনের অসমাপ্ত কাজ, ট্রেনিং স্কুলের অসমাপ্ত কাজ, কম্যান্ডন্টস বাংলোর অসমাপ্ত কাজ, অফিসার্স বাসস্থান-১ ভবনের আংশিক অসমাপ্ত কাজ, নাবিক বাসস্থানের অসমাপ্ত কাজ, পেস্ন-গ্রাউন্ডের অসমাপ্ত কাজ, সীমানা প্রাচীর ও বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড এবং অসমাপ্ত কাজ জরন্নরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। উপর্যুক্ত কাজসমূহ দ্রন্নত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় অসম্পূর্ণ কাজের জন্য সংশিস্নষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগতভাবে দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে।

১৩.৪ প্রশিক্ষণ ভবনের ছাদে যাতে পানি জমে ছাদ নষ্ট না হয় সেজন্য যথাযথভাবে ওয়াটার ট্যাংক হতে ছাদে স্থাপিত পাইপের ত্রন্নটি/বিচ্যুতি জরন্নরী ভিত্তিতে মেরামতের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৫ যে সকল ঠিকাদার নির্মাণ কাজে চরম অবহেলা করেছে এবং স্থানীয় প্রভাব খাটিয়েছেন তাদের জামানতের টাকা অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত্ম ফেরৎ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে নির্মাণ কাজে অসহযোগীতার জন্য তাদেরকে কালো তালিকাভূক্ত বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৩.৬ External Audit সম্পন্ন করে অডিট প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১৩.৭ ১৩.১ থেকে ১৩.৬ পর্যন্ত্ম উলেস্নখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরন্নরী ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

১৩.৮ প্রয়োজনে বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের কার্যক্রম ও সমুদ্র উপকূলে টহল বৃদ্ধির নিমিত্ত এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্ত্মবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।